দৈনিক বাংলা ৩

তারিখ ... 04 JUN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা এবং 'যদি লাইগ্যা যায়'

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মওসুম চলছে। কোথাও ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়ে গেছে, কোথাও হচ্ছে এবং কোথাও হবে। সব মিলে দেখা যাচ্ছে এক সঙ্গে ভর্তির পাট চুকানোর ঘোষিত সদিচ্ছার বাস্তবায়ন এবারও সম্ভব হল না। সম্ভব হল না ভর্তির পাট দ্রুত চুকিয়ে শিক্ষার্থী জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়ের অপচয় রোধ করা।

জোরেশোরেই বলা হয়েছিল, জটিলতা কমিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে সমন্বয় এনে শিক্ষার্থীদের হয়রানি আর অপচয় রোধ করা হবে। এর কিছুই এবারও সম্ভব হল না। গত বছর যারা এইচএসসি পাস করেছে তাদের ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই আরেকটি এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়া বিচিত্র কিছু না। অর্থাৎ ভর্তির জন্য ছোটাছুটির মাঝ দিয়েই শিক্ষার্থীদের জীবনের একটি বছর খসে যাচ্ছে।

তালগোল পাকানো ভর্তি পরীক্ষায় বছর অর্থ শ্রম ইত্যাকার যাবতীয় অপচয়ের পরও প্রশ্ন থাকে, শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ ঘটবে কি? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষেত্রেই যে এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হবে, এতে সন্দেহের সুযোগ নেই। অবস্থাই এমন দাঁড়িয়ে গেছে যাতে একজন শিক্ষার্থী কি আর কোথায় পড়তে চায়, এ কোনই বিবেচ্য বিষয় নয়। কাকে কোথায় এবং কি পড়তে দেয়া হচ্ছে, এটাই সার এবং শেষ কথা।

প্রচলিত নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই স্থির হয়ে যায় শিক্ষার্থীর ভাগ্য। অনেকটা 'যদি লাইগ্যা যায়' মনোভাব নিয়েই শিক্ষার্থীদের এসব ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। লটারী টিকিটের ভাগ্যবান ক্রেতার মত জনকয়েক শিক্ষার্থী হয়ত নিজ পছন্দের বিষয়ে এবং বাছাই করা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যান। অন্যদের, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে, সব অনীহা গলার তলায় চেপে রেখে অনভিপ্রেত বা অপছন্দের বিষয় নিয়েই অধ্যয়নে মন দিতে হয়। অন্তত দেয়ার চেষ্টা করতে হয়।

কথাটা এ জন্য আসছে যে শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং মানসিক প্রস্তুতির যোগ অনস্বীকার্য। এ যেমন শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে সত্য, তেমনি শিক্ষাকেন্দ্র সম্পর্কেও। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্ট বাধ্যবাধকতা, যা ভর্তি পরীক্ষার পথ ধরে শিক্ষার্থীর ঘাড় এবং জীবনের উপর চেপে বসেছে, এর যোগ কতটা তা তলিয়ে দেখার সম্ভবত সময় এসেছে। 'যদি লাইগ্যা যায়' জাতীয় উদ্যোগ জনাকয়েকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা জাতীয় অর্থনীতির ভিত গড়ে তোলা যায় না। শিক্ষার মত একটি মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পিত এবং স্থির পদ্ধতিতে এর অবলম্বন বিপর্যয়কর হতে বাধ্য। অথচ এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসাবে স্থায়ী হতে যাচ্ছে।

আলোচনার এ পর্যায়ে বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। সীমিত সুযোগ আর সামর্থ্যে দেশ আমাদের। সবার প্রত্যাশা মেটানো সম্ভব হওয়ার নয়। উচ্চশিক্ষার সীমিত সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় নির্ধারণে অসুবিধা এড়ানো অসম্ভব। সব শিক্ষার্থীকে যেমন প্রকৌশল বা চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ দেয়া সম্ভব না, তেমনি সকলকেই কম্পিউটার বিজ্ঞান, এপলয়েড ফিজিক্স, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পড়তে দেয়া যাবে না। তেমনি যত বেশী আগ্রহই থাক না কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার স্থান সংকুলানও সম্ভব হওয়ার নয়। বাছ-বিচার তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বাস্তবতার এ নির্দেশের অনিবার্যতার সঙ্গে আমাদেরও দ্বিমত নেই। সকলকেই একই বিষয় কিংবা একই শিক্ষাকেন্দ্রে ঠাই দেয়ার প্রয়োজনও আছে মনে করি না। উচ্চশিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেরই চর্চা জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখেও অপরিহার্য। সকলের স্থান এক কেন্দ্রে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয় বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার প্রতিটি কেন্দ্রকেই শিক্ষার্থী পেতে হবে। সম্ভবত এ সব যুক্তি থেকেই ভর্তি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে।

উপরে বর্ণিত যুক্তিগুলোকে স্বীকার করে নেয়ার পরও বর্তমান পদ্ধতির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অস্বীকার করা যায় না। প্রথমই আসে—এর দীর্ঘসূত্রতার প্রশ্ন। ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পুরো একটি বছর কেন লাগবে? আর সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া একযোগে সম্পন্ন করার অসুবিধা কোথায়?

এরপরই আসছে আগ্রহ বা ইচ্ছার প্রশ্ন। সুযোগ যত সীমাবদ্ধ হোক, অর্থবহ বা কার্যকর শিক্ষার খাতিরে শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্বাচনে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে কিছু দাম দিতেই হবে। অন্তত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কাছাকাছি কোথাও স্থান দিতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি দাঁড়াবে শিক্ষার্থীকে হতাশার পথে ঠেলে দেয়া। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন কার্যত তাই করা হচ্ছে। আর এ জন্যই এ নিবন্ধের গোড়ায়ই ইঙ্গিত রেখেছি—উচ্চশিক্ষার মানের অবনতির সঙ্গে বর্তমান ভর্তি প্রক্রিয়ার সম্পর্ক তলিয়ে দেখার প্রয়োজনের প্রতি। বিষয়টিকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা একযোগে গৃহীত হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর পরীক্ষার্থীদের চাপ অনেকটাই হ্রাস পাবে। 'যদি লাইগ্যা যায়' নীতিতে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ আছে বলেই পরীক্ষার্থীদের সর্বত্র ভিড় জমাতে দেখা যায়। আর এই যদি লাইগ্যা যায়—এর এবং সমন্বয়হীনতার অবকাশে শিক্ষার্থীরা যে কেবল সর্বত্র ভর্তির জন্য ধরনা দিয়ে যান তাই না, একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে শেষে এক সময় কোনো এক জায়গায় গিয়ে স্থিত হন।

অনিশ্চয়তার শিকার শিক্ষার্থীদের এ জন্য দোষ দেয়ার কিছু নেই। যদিও এ জন্য আমাদের সীমাবদ্ধ সুযোগের অনেক অপচয় ঘটছে। ঠাঁই নাই বলে এক পর্যায়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বাইরে ঠেলে ফেলছি এবং বছরভর কিছু আসন খালি রাখতে বাধ্য হচ্ছি। এ অপচয়কে সব বিবেচনাতেই ত্রুটিপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জের বা অভিশাপ বলে মানতে হবে। এ দিকটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই এ নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

প্রচলিত ভর্তি প্রক্রিয়ার সবচেয়ে নাজুক দিকটির প্রতি এবার পাঠক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোযোগ টানতে চাই। পরীক্ষায় সাফল্যের ভিত্তিতেই এই প্রতিযোগিতার যুগে একজন শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে, এই সাধারণ নীতিতে বিশ্বাস করে আমরা ভর্তি পরীক্ষাকে মেনে নিয়েছি। এতে ভর্তি পরীক্ষা নামক প্রক্রিয়াকে যতটা নজর দেয়া হয়েছে ভর্তি পরীক্ষা নামক প্রহসনের সত্যি ততটা দাবী আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই যদি ধরি, এই মুহূর্তে টেবিলে পড়ে থাকা পত্রিকার একটি শিরোনামে বার বার চোখ পড়ছে—'টেবুলেশনে গরমিল, ৫ শতাধিক ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত।' ডিগ্রী পরীক্ষার্থী সংখ্যায় অনেক কম। তাদের ফলাফল নির্ণয়ে যেখানে গরমিল ঘটে যায়, বিপুলতর সংখ্যার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচারের মাত্রা কোথায় পৌঁছাতে পারে সহজেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে যারা কাজ করেন তারা জানেন, বিষয়টি পরেও খুঁটিয়ে দেখা হতে পারে। ভর্তি পরীক্ষার পরীক্ষকরা এমন চাপ থেকেও অনেকটাই মুক্ত। ভর্তি পরীক্ষার লটারীকে তাই ভাগ্য নির্ণয়ের একমাত্র নির্ভর বলে মানতে কষ্ট হয়। হওয়াই স্বাভাবিক।

অত আয়োজন করে দু'বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং এ শিক্ষা সমাপনে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরীক্ষার চেয়ে দায়সারা গোছের ভর্তি পরীক্ষা অধিক মর্যাদা পাবে, এমনটা অনেকের কাছেই আর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অন্যভাবেও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। যেমন ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়ে যায়; জালিয়াতির মাধ্যমেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব, এমন সব অনাচার এখন স্বীকৃত সত্য।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, অনেকেই মনে করেন ঢাকা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষার লক্ষ্য যোগ্যপ্রার্থী বেছে নেয়া নয়—উপচে পড়া ভিড় ঝেড়ে ফেলার কৌশলমাত্র। এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়ার নয়। আর এর পেছনে যদি সামান্যতম সত্যও থেকে থাকে, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। 'যদি লাইগ্যা যায়' নীতির প্রয়োগ শিক্ষার সর্বনাশ ডেকে আনতে বাধ্য।

— সালেহ চৌধুরী